বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

গঠনতন্ত্র

সরকারী রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২৩১-০৬/২১

ভূমিকা: আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, ৫ ডিসেম্বর ২০০০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে **"বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (বিআইইএ)" Bangladesh Industrial Engineers' Association (BIEA)** নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। ইহা একটি স্বেচ্ছাসেবী ও পেশাজিবী সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সম্পূর্ণরূপে অরাজনৈতিক, অলাভজনক যাহা বাংলাদেশের সকল ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক মানবকল্যাণে নিয়োজিত থাকবে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে বিআইইএ'র সকল সদস্যদের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সকল স্থরের ইঞ্জিনিয়ারদের নৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করা।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করা যায়। বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ও ইঞ্জিনিয়ারদের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যকে অক্ষুন্ন রাখা।

এতদ্বারা আমাদের এই সভায়, অদ্য চৌদ্দ শত সাত বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের উনিশ তারিখ, মোতাবেক বিশ শত এক খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের দুই তারিখে রোজ শুক্রবার, আমরা এই গঠনতন্ত্র রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।

প্রকৌশলী মোঃ আকতারুজ্জামান হিরু	**প্রকৌশলী আব্দুল্লা আল মামুন**
মহাসচিব	**চেয়ারম্যান**
বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (বিআইইএ)	বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (বিআইইএ)

সূচি

ক্রমিক নম্বর	ধারা নম্বর	অনুচ্ছেদ নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	ধারা-১	অনুচ্ছেদ নম্বর-১ (এক)	নাম	৪
২.	ধারা-২		রেজিস্ট্রেশন নম্বর	৪
৩.			ঠিকানা	৪
৪.			স্লোগান	৪
৫.			সীমানা	৪
৬.			ভাষা	৪
৭.	ধারা-৩		লক্ষ্য	৪
৮.	ধারা-৪		উদ্দেশ্য	৪-৫
৯.	ধারা-৫		মূল্যবোধ সমূহ	৫
১০.	ধারা-৬		মূলনীতি সমূহ	৫-৭
১১.	ধারা-৭		প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি	৭
১২.	ধারা-৮	অনুচ্ছেদ নম্বর-২ (দুই)	সেলের নাম এবং সেলের কাঠামো	৭-৯
১৩.	ধারা-৯	অনুচ্ছেদ নম্বর-৩ (তিন)	কাঠামো উপজেলা কমিটি	৯-১০
১৪.	ধারা-১০	অনুচ্ছেদ নম্বর-৪ (চার)	কাঠামো জেলা কমিটি	১০-১১
১৫.	ধারা-১১	অনুচ্ছেদ নম্বর-৫ (পাঁচ)	জোন সমূহের বিবরণ	১১-১৪
১৬.	ধারা-১২	অনুচ্ছেদ নম্বর-৬ (ছয়)	কাঠামো সেন্ট্রাল কমিটি	১৫-১৭
১৭.	ধারা-১৩	অনুচ্ছেদ নম্বর-৭ (সাত)	প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল	১৮
১৮.	ধারা-১৪	অনুচ্ছেদ নম্বর-৮ (আট)	কাঠামো উপদেষ্টা পরিষদ ও চেয়ারম্যান উপদেষ্টা	১৮-১৯
১৯.	ধারা-১৫	অনুচ্ছেদ নম্বর-৯ (নয়)	কাঠামো আহ্বায়ক কমিটি	১৯
২০.	ধারা-১৬		আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন	
২১.	ধারা-১৭	অনুচ্ছেদ নম্বর-১০ (দশ)	সসদ্য হওয়ার যোগ্যতা	১৯
২২.	ধারা-১৮		সদ্যসের ধরন	২০
২৩.	ধারা-১৯		সদস্যপদ বাতিল, স্থগিত ও বহিষ্কারাদেশ	২০-২১

ক্রমিক নম্বর	ধারা নম্বর	অনুচ্ছেদ নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
২৪.	ধারা-২০		সদস্যপদ প্রত্যাহার ও পদত্যাগের নিয়মাবলী	২১
২৫.	ধারা-২১		বাতিল সদস্য পূর্ণবহাল পদ্ধতি	২১-২২
২৬.	ধারা-২২	অনুচ্ছেদ নম্বর-১১ (এগারো)	পুনর্বিবেচনা	২২-২৩
২৭.	ধারা-২৩	অনুচ্ছেদ নম্বর-১২ (বারো)	বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য	২৩-৩১
২৮.	ধারা-২৪	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৩ (তেরো)	আয়ের উৎস	৩১-৩২
২৯.	ধারা-২৫	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৪ (চৌদ্দ)	হিসাব নিকাশা ও ব্যাংক একাউন্টস	৩২-৩৩
৩০.	ধারা-২৬	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৫ (পনেরো)	খরচের হিসাব	৩৪-৩৫
৩১.	ধারা-২৭	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৬ (ষোল)	নিরীক্ষণ	৩৫
৩২.	ধারা-২৮	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৭ (সতেরো)	বিআইইএ'র কাঠামো গঠন প্রক্রিয়া	৩৬-৩৭
৩৩.	ধারা-২৯	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৮ (আঠারো)	বার্ষিক সাধারণ সভা	৩৭
৩৪.	ধারা-৩০		নির্বাহী পরিষদের অধিবেশন	৩৭
৩৫.	ধারা-৩১		জরুরী সভার বিজ্ঞপ্তি	৩৭
৩৬.	ধারা-৩২		বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ও কোরাম	৩৭
৩৭.	ধারা-৩৩		নির্বাহী পরিষদের সভা ও বিজ্ঞপ্তি এবং কোরাম	৩৮
৩৮.	ধারা-৩৪		মূলতবি সভা	৩৮
৩৯.	ধারা-৩৫		সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সাথে অধিবেশন	৩৮
৪০.	ধারা-৩৬	অনুচ্ছেদ নম্বর-১৯ (উনিশ)	ফেইসবুক পেইজ (পাবলিক গ্রুপ)	৩৮
৪১.	ধারা-৩৭		বিআইইএ'র ওয়েবসাইট	৩৮-৩৯
৪২.	ধারা-৩৮	অনুচ্ছেদ নম্বর-২০ (বিশ)	গঠনতন্ত্রের সংশোধনী	৩৯
৪৩.	ধারা-৩৯	অনুচ্ছেদ নম্বর-২১ (একুশ)	অন্যান্য বিষয় বিজ্ঞপ্তি	৩৯
৪৪.	ধারা-৪০		সুস্পষ্টতা	৩৯-৪০

অনুচ্ছেদ নম্বর-১ (এক)

ধারা-১	**নাম**	ঃ	১.	এই প্রতিষ্ঠানটির নাম বাংলায় **"বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (বিআইইএ)"** ইংরেজিতে **"Bangladesh Industrial Engineers' Association (BIEA)"** নামে অভিহিত হবে। ইহা একটি স্বেচ্ছাসেবী, সামাজিক পেশাজিবী প্রতিষ্ঠান।
ধারা-২	**রেজিস্ট্রেশন নম্বর**	ঃ	২.১	সরকারী রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২৩১-০৬/২১
	ঠিকানা	ঃ	২.২	বাড়ী নম্বর: ১২, রোড নম্বর: ২৪, সেক্টর নম্বর: ০৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ।
	স্লোগান	ঃ	২.৩	**"অধিকারের প্রশ্নে আপোষ নয়", "No compromise on the question of rights"**
	সীমানা	ঃ	২.৪	এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চল, জেলায় এবং দেশের বাহিরেও বিস্তৃত হবে।
	ঋাষা	ঃ	২.৫	প্রতিষ্ঠানের ভাষা হবে বাংলা ও ইংরেজী।
ধারা-৩	**লক্ষ্য**	ঃ	৩.১	একটি স্বেচ্ছাসেবী, সামাজিক পেশাজিবী প্রতিষ্ঠান। প্রান্তিক ইঞ্জিনিয়ার জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন, সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম এবং গরীব ও অসহায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা তৈরী হবে যেখানে কোন প্রকার শোষন ও বৈষম্য থাকবেনা এবং প্রতিটি ইঞ্জিনিয়ার ও মানুষের নিজস্ব সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ থাকবে এবং প্রত্যেক ইঞ্জিনিয়ার পূর্ণ মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করবে।
ধারা-৪	**উদ্দেশ্য**	ঃ	৪.১	**"বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (বিআইইএ)" এর** উদ্দেশ্য হচ্ছে- ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষ করার মাধ্যমে চাকরির ব্যবস্থা করা, অশিক্ষা, ব্যাধি এবং দরিদ্র মানুষের দারিদ্রতা দূরিকরণের লক্ষ্য অর্জন করা। বাংলাদেশের যে পরিবার ও সমাজের মানুষগুলো মারাত্মকভাবে দারিদ্র কবলিত তাদের যথাযথ পদ্ধতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন করা। সামাজিক, আইনগত দৈনন্দিন জীবনে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে সচেতন করে পরিবার ও সমাজের কাঙ্খিত পরিবর্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অর্থনৈতিক ও সামাজিক এই উভয় ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়াররা যাতে জীবনমান পরিবর্তন করে তাদের ভবিষ্যৎকে গড়ে নিতে পারে এবং সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম,

				মাইক্রোফিনান্স, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ক্ষেত্রে চাহিদাপূরণকল্পে আমাদের কাজ করা।
			৪.২	**"বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (বিআইইএ)"** দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে বাংলাদেশের সকল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য মানবাধিকার, আইন সহায়তা, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশগত স্থায়ীত্বশীলতা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মাদকবিরোধী সচেতনতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তামূলক সেবা কার্যক্রম গড়েতুলে দারিদ্রকে জয় করা এবং আগামী ইঞ্জিনিয়ার প্রজন্মের উজ্জল ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকল্পে কর্মসূচি গ্রহণ করা।
ধারা-৫	**মূল্যবোধ সমূহ**	ঃ	৫.১	**সততা ও নিষ্ঠ:** প্রতিষ্ঠানের সমস্ত পেশাগত কাজে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা, আর্থিক লেনদেনে সর্বোচ্চ সততা এবং এই নৈতিকতায় সুদৃঢ় বিশ্বাসকে আমরা বিশেষভাবে মূল্যায়িত করব।
			৫.২	**সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী মনোভাব:** ইঞ্জিনিয়ারদের সমস্যা সমাধানে নতুন ধ্যানধারণা ও চিন্তা করার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করব।
			৫.৩	**সার্বজনীনতা:** জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে আমাদের সব কাজে সর্বস্তরের সকল ইঞ্জিনিয়ারদের অংশগ্রহণই আমাদের অঙ্গীকার। সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্দেশ্যেই আমাদের কাজ।
			৫.৪	**কার্যকারিতা:** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে পারদর্শী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও কার্যকারিতাকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি।
ধারা-৬	**মূলনীতি সমূহ**	ঃ	৬.১	বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন'র (বিআইইএ) মূল লক্ষ্য হলো কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সাপেক্ষে চাকরি প্রাপ্তিতে সারা দেশে চাকুরি প্রার্থী প্রকৌশলীদেরকে সহায়তা প্রদান করা।
			৬.২	বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন'র (বিআইইএ) কোনও ব্যক্তির সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হবে না। এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বদা একটি অরাজনৈতিক অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী ও পেশাজিবী সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হবে।

			৬.৩ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (বিআইইএ) জ্ঞান, সংস্থান এবং প্রযুক্তির আদান-প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার ও চীন ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে একই জাতীয় সহযোগিতা গ্রহণ করা। ৬.৪ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন'র (বিআইইএ) সদস্যদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অনুশীলনের মাধ্যমে পেশাদার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা প্রদান করা। ৬.৫ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন'র (বিআইইএ) অন্যতম লক্ষ্য হলো পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে দক্ষতা নিশ্চিত করা এবং সদস্যদের মধ্যে মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা। ৬.৬ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের (বিআইইএ) এর প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল, সেন্ট্রাল কমিটি, বিভাগীয় বা জোন সমন্বয়ক কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদ এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং সংগঠনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে অন্যান্য উপ-কমিটি থাকতে পারে। ৬.৭ আঞ্চলিক ভিত্তিক আইনী প্যানেল নিয়োগের মাধ্যমে সারা দেশে ইঞ্জিনিয়ারদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদেরকে আইনী সহায়তা প্রদান করা। ৬.৮ দেশের সকল সেবা সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজ করা এবং রাষ্ট্রের আইনকে সম্মান করে আইন অনুযায়ী সংগঠন পরিচালনা করা। ৬.৯ দেশের স্বার্থে দেশের সম্পদসমূহের অর্থনৈতিক ব্যবহার ও সংরক্ষণের মাধ্যমে বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করা এবং গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণকে উৎসাহিত করা। ৬.১০ বাংলাদেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে দেশ-বিদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন'র (বিআইইএ) সাংগঠনিক দক্ষতা উন্নত করা।

			৬.১১ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশস'র (বিআইইএ) বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রকৌশলী' সংগঠনের সাধারণ সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবে।
ধারা-৭	**প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি**	ঃ	৭.১ এটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, মানবকল্যানমুখী ও একটি স্বেচ্ছাসেবী পেশাজিবী সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ধর্ম বর্ন নির্বিশেষে সকল ইঞ্জিনিয়ারদের বিপদে আপদে তাদের পাশে থেকে সব রকমের সাহায্য সহযোগিতা, গরীব ও মেধাবী ইঞ্জিনিয়ারদের বৃত্তি প্রদান সহ সকল সামাজিক ও কল্যানমূলক কাজে প্রতিষ্ঠানটি সর্বদা সচেষ্ট থাকবে এবং সকল ধর্মের মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিআইইএ এই সংগঠনের কোন অঙ্গসংগঠন থাকবে না বা এই সংগঠন অন্য কোন সংগঠনের অঙ্গসংগঠন হিসেবে কাজ করবে না। কোন রাজনৈতিক, ব্যক্তি স্বার্থে বা উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যবহার করা হবে না।

অনুচ্ছেদ নম্বর-২ (দুই)

ধারা-৮	**সেলের নাম এবং সেলের কাঠামো**	ঃ	৮.১ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (বিআইইএ) দেশের সমস্ত প্রকৌশলীদের স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যে তাদের প্রযুক্তিগত বিদ্যায় দক্ষ করার প্রায়াশে ৮ টি সেলের মাধ্যমে দেশ এবং দেশের বাইরে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ৮.১.১ প্রতিটি সেল ২১ জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির দ্বারা পরিচালিত হবে। কমিটির মেয়াদ অনুমোদনের তারিখ থেকে ২ (দুই) বছর হবে। উক্ত কমিটির কোন সদস্য একাধিক পদে থাকতে পারবেন না। তবে সংশ্লিষ্ট সেল কমিটি ও সাংগঠনিক সম্পাদকের সুপারিশক্রমে সেন্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারপ্রাপ্ত হিসেবে সাময়িক সময়ের (তিন মাস) জন্য থাকতে পারবেন। ৮.১.২ **কমিটির পদের বিবরণ নিম্নরূপ:** ▪ প্রধান মুখপাত্র ▪ সহ মুখপাত্র ▪ সহ মুখপাত্র ▪ সাধারণ সম্পাদক ▪ যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক

			▪ অর্থ সম্পাদক ▪ সহ অর্থ সম্পাদক ▪ দপ্তর সম্পাদক ▪ নির্বাহী সদস্য-১৩ (জোন প্রতিনিধি) ৮.১.২ **সেলের নাম ও দায়িত্ব কর্তব্যঃ** ৮.১.৩ **জাতীয় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প সেল:** বাংলাদেশের সমস্ত প্রকৌশলী তথা তাদের পরিবার এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ত সরবরাহ এবং সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কাজ করবে। ৮.১.৪ **জাতীয় জব মেনেজমেন্ট সেল:** এই সেলের মাধ্যমে বাংলাদেশের চাকুরী প্রার্থী প্রকৌশলীদের কর্মসংস্থান প্রদানে সহযোগীতা প্রদান করা। ৮.১.৫ **জাতীয় প্রশিক্ষণ সেলঃ** প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল প্রকৌশলীদেরকে দক্ষ করে তোলা। ৮.১.৬ **জাতীয় প্রচার ও প্রাশনা সেল:** এই সেলটির মাধ্যমে দেশ ও দেশের বাইরে সকল প্রকৌশলীদের মধ্যে বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (বিআইইএ) সকল প্রকার কার্যক্রমকে প্রচার করা। যার মাধ্যমে সমস্ত প্রকৌশলীদেরকে ভাল কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত হতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের কাজকে গতিশীল রাখতে পারে। ৮.১.৭ **জাতীয় মিডিয়া সেলঃ** সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাজের গতি বাড়ানো। সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা ও প্রকাশ করা এবং অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ৮.১.৮ **জাতীয় স্টুডেন্টস' অ্যাফেয়ার্স সেলঃ** বাংলাদেশের সরকারী এবং বেসরকারী পলিটেকনিক ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার অধিকার এবং শিক্ষার্থীদের অন্য যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করবেন। ৮.১.৯ **ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স সেলঃ** বাংলাদেশ ও বিদেশে পড়াশোনা ও কর্মরত সকল প্রকৌশলীদের স্বার্থে এবং প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ করার লক্ষ্যে কাজ করবেন।

			৮.১.১০ **জাতীয় মনিটরিং সেল:** এই সেলের মাধ্যমে মনিটরিং করে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (বিআইইএ) এর সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে কাজটিকে আরও গতিশীল ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-৩ (তিন)

ধারা-৯	**কাঠামো**	ঃ	৯.১ **উপজেলা কমিটি:** ৯.১.১ ২১ জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির দ্বারা পরিচালিত হবে। কমিটির মেয়াদ অনুমোদনের তারিখ থেকে ২ (দুই) বছর হবে। ৯.১.২ **কমিটির পদের বিবরণ নিম্নরূপ:** ▪ সভাপতি ▪ সহ-সভাপতি-১ ▪ সহ-সভাপতি-২ ▪ সাধারণ সম্পাদক ▪ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ ▪ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-২ ▪ অর্থ সম্পাদক ▪ সাংগঠনিক সম্পাদক ▪ সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ▪ দপ্তর সম্পাদক ▪ সহ-দপ্তর সম্পাদক ▪ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ▪ কর্ম সংস্থান বিষয়ক সম্পাদক ▪ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ▪ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক ▪ স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ▪ বিজ্ঞান, তথ্য, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক ▪ যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ▪ আইন বিষয়ক সম্পাদক ▪ নির্বাহী সদস্য-১ ▪ নির্বাহী সদস্য-২

			৯.২ উক্ত কমিটির কোন সদস্য একাধিক পদে থাকতে পারবেন না। তবে উপজেলা কমিটি, সংশ্লিষ্ট জেলার সমন্বয়ক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের সুপারিশক্রমে সেন্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারপ্রাপ্ত হিসেবে সাময়িক সময়ের (তিন মাস) জন্য থাকতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-৪ (চার)

ধারা-১০	**কাঠামো**	ঃ	১০.১ **জেলা কমিটি:** ১০.১.১ ৩১ জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির দ্বারা পরিচালিত হবে। কমিটির মেয়াদ অনুমোদনের তারিখ থেকে ২ (দুই) বছর হবে। ১০.১.২ **কমিটির পদের বিবরণ নিম্নরূপ:** ▪ সভাপতি ▪ সহ সভাপতি-১ ▪ সহ সভাপতি-২ ▪ সাধারন সম্পাদক ▪ যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক-১ ▪ যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক-২ ▪ অর্থ সম্পাদক ▪ সহ-অর্থ সম্পাদক ▪ সাংগঠনিক সম্পাদক ▪ সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ▪ দপ্তর সম্পাদক ▪ সহ দপ্তর সম্পাদক ▪ প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ▪ সহ-প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ▪ কর্ম সংস্থান বিষয়ক সম্পাদক ▪ সহ কর্ম সংস্থান বিষয়ক সম্পাদক ▪ মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ▪ সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ▪ বিজ্ঞান, তথ্য, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক ▪ আর্ন্তজাতিক বিষয়ক সম্পাদক ▪ আইন বিষয়ক সম্পাদক ▪ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক

			▪ সহ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক ▪ যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ▪ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ▪ ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক ▪ সহ ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক ▪ স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ▪ সহ স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ▪ নির্বাহী সদস্য ▪ নির্বাহী সদস্য ১০.২ উক্ত কমিটির কোন সদস্য একাধিক পদে থাকতে পারবেন না। তবে জেলা কমিটি, সংশ্লিষ্ট জেলার সমন্বয়ক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের সুপারিশক্রমে সেন্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারপ্রাপ্ত হিসেবে সাময়িক সময়ের (তিন মাস) জন্য থাকতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-৫ (পাঁচ)

ধারা-১১	**কাঠামো**	**ঃ**	**১১.১ জোন সমূহের বিবরণঃ** ১১.১.১ দেশের তৃনমূল পর্যায় থেকে সকল ইঞ্জিনিয়ারদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করার লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশকে ১৩টি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে। **১১.১.২ ঢাকা জোন** **১১.১.২.১ ঢাকা মহানগর উত্তর** ১১.১.২.১.১ মিরপুর সাব জোন ১১.১.২.১.২ উত্তরা সাব জোন ১১.১.২.১.৩ তেজগাঁও সাব জোন ১১.১.২.১.৪ বাড্ডা সাব জোন **১১.১.২.২ ঢাকা মহানগর দক্ষিন** ১১.১.২.২.১ ধানমন্ডি সাব জোন ১১.১.২.২.২ রামপুরা সাব জোন ১১.১.২.১.৩ মতিঝিল সাব জোন ১১.১.২.১.৪ যাত্রাবাড়ী সাব জোন

			১১.১.৩ ঢাকা মহানগর উত্তর এবং দক্ষিন এর কমিটি: ১১.১.৩.১ ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির দ্বারা পরিচালিত হবে। কমিটির মেয়াদ অনুমোদনের তারিখ থেকে ২ (দুই) বছর হবে। ১১.১.৩.২ **কমিটির পদের বিবরণ নিম্নরূপ:** ▪ সভাপতি ▪ সহ সভাপতি-১ ▪ সহ সভাপতি-২ ▪ সাধারন সম্পাদক ▪ যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক-১ ▪ যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক-২ ▪ অর্থ সম্পাদক ▪ সহ-অর্থ সম্পাদক ▪ সাংগঠনিক সম্পাদক ▪ সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ▪ দপ্তর সম্পাদক ▪ সহ দপ্তর সম্পাদক ▪ প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ▪ সহ-প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ▪ মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ▪ সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ▪ বিজ্ঞান, তথ্য, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক ▪ আর্ন্তজাতিক বিষয়ক সম্পাদক ▪ আইন বিষয়ক সম্পাদক ▪ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক ▪ সহ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক ▪ যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ▪ কর্ম সংস্থান বিষয়ক সম্পাদক ▪ সহ কর্ম সংস্থান বিষয়ক সম্পাদক ▪ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ▪ ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক

			▪ সহ ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক ▪ স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ▪ সহ স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ▪ নির্বাহী সদস্য ▪ নির্বাহী সদস্য **১১.১.৪ ঢাকা মহানগর উত্তর এবং দক্ষিন এর সাব জোন কমিটি:** ১১.১.৪.১ ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির দ্বারা পরিচালিত হবে। কমিটির মেয়াদ অনুমোদনের তারিখ থেকে ২ (দুই) বছর হবে। **১১.১.৪.২ সাব জোন কমিটির পদের বিবরণ নিম্নরূপ:** ▪ সভাপতি ▪ সহ-সভাপতি-১ ▪ সহ-সভাপতি-২ ▪ সাধারণ সম্পাদক ▪ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ ▪ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-২ ▪ অর্থ সম্পাদক ▪ সাংগঠনিক সম্পাদক ▪ সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ▪ দপ্তর সম্পাদক ▪ সহ-দপ্তর সম্পাদক ▪ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ▪ কর্ম সংস্থান বিষয়ক সম্পাদক ▪ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ▪ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক ▪ স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ▪ বিজ্ঞান, তথ্য, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক ▪ যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ▪ আইন বিষয়ক সম্পাদক ▪ নির্বাহী সদস্য-১ ▪ নির্বাহী সদস্য-২ ১১.১.৫ সাভার শিল্প জোন: (সাভার, আশুলিয়া, মানিকগঞ্জ ও ধামরাই)

১১.১.৬ গাজীপুর শিল্প জোনঃ (গাজীপুর, টাঙ্গাইল, নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ)

১১.১.৭ নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ শিল্প জোন

১১.১.৮ মেঘনা শিল্প জোনঃ (কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর ও ব্রাক্ষণবাড়িয়া)

১১.১.৯ চট্টগ্রাম জোন

১১.১.১০ রাজশাহী জোন

১১.১.১১ খুলনা জোন

১১.১.১২ বরিশাল জোন

১১.১.১৩ সিলেট জোন

১১.১.১৪ রংপুর জোন

১১.১.১৫ ময়মনসিংহ জোন

১১.১.১৬ পদ্মা জোন (ফরিদপুর, শরীয়তপুর, মাদারিপুর, রাজবাড়ী ও গোপালগঞ্জ)

১১.২ জোন সমূহের কমিটির পদের বিবরণ নিম্নরূপঃ

১১.৩ ১০ সদস্য বিশিষ্ট সমন্বয়ক দ্বারা পরিচালিত হবে। কমিটির মেয়াদ অনুমোদনের তারিখ থেকে ২ (দুই) বছর হবে।

১১.৩.১ প্রতিটি জোনে ১০ জন করে জোন সমন্বয়ক থাকবে।

১১.৪ জোন সমন্বয়কঃ সমন্বয়কের সমন্বয়ে জোন কমিটি থাকবে এবং প্রত্যেক সমন্বয়কের দায়িত্বে এক বা একাধিক জেলা এবং সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলাগুলো থাকবে।

১১.৫ উক্ত কমিটির কোন সদস্য একাধিক পদে থাকতে পারবেন না। তবে জোন সমন্বয়কগণ ও সাংগঠনিক সম্পাদকের সুপারিশক্রমে সেন্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারপ্রাপ্ত হিসেবে সাময়িক সময়ের (তিন মাস) জন্য থাকতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-৬ (ছয়)

ধারা-১২	কাঠামো	ঃ	১২.১ **সেন্ট্রাল কমিটি:** ১২.১.১ ৭১ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সেন্ট্রাল কমিটি থাকবে। কমিটির মেয়াদ অনুমোদনের তারিখ থেকে ২ (দুই) বছর হবে। ১২.১.২ সেন্ট্রাল কমিটির কোন সদস্য যৌক্তিক কারণ ব্যতীত সংগঠনের কোন সভায় বা প্রোগ্রামে উপস্থিত হতে না পারলে তাঁর স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারবেন না। যৌক্তিক কারণ সহ সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান ও মহাসচিব বরাবর লিখিত ভাবে জানাতে হবে। পরবর্তীতে সেন্ট্রাল কমিটি ও প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ১২.১.৩ **সেন্ট্রাল কমিটির কাঠামোর বিবরণ:** ১) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ২) ভাইস চেয়ারম্যান ৩) ভাইস চেয়ারম্যান ৪) ভাইস চেয়ারম্যান ৫) মহাসচিব ৬) যুগ্ম মহাসচিব ৭) যুগ্ম মহাসচিব ৮) যুগ্ম মহাসচিব ৯) যুগ্ম মহাসচিব ১০) ট্রেজারার ১১) দপ্তর সম্পাদক ১২) সহ দপ্তর সম্পাদক ১৩) সাংগঠনিক সম্পাদক-ঢাকা জোন ১৪) সাংগঠনিক সম্পাদক- সাভার, আশুলিয়া, মানিকগঞ্জ ও ধামরাই শিল্প জোন ১৫) সাংগঠনিক সম্পাদক- গাজীপুর, টাঙ্গাইল, নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ শিল্প জোন ১৬) সাংগঠনিক সম্পাদক- নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ শিল্প জোন ১৭) সাংগঠনিক সম্পাদক-মেঘনা শিল্প জোন (কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

			১৮) সাংগঠনিক সম্পাদক-চট্রগ্রাম জোন ১৯) সাংগঠনিক সম্পাদক-রাজশাহী জোন ২০) সাংগঠনিক সম্পাদক-খুলনা জোন ২১) সাংগঠনিক সম্পাদক-বরিশাল জোন ২২) সাংগঠনিক সম্পাদক-সিলেট জোন ২৩) সাংগঠনিক সম্পাদক-রংপুর জোন ২৪) সাংগঠনিক সম্পাদক-ময়মনসিংহ জোন ২৫) সাংগঠনিক সম্পাদক-পদ্মা জোন (ফরিদপুর, শরীয়তপুর, মাদারিপুর, রাজবাড়ী ও গোপালগঞ্জ) ২৬) সাংগঠনিক সম্পাদক-জাতীয় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প সেল ২৭) সাংগঠনিক সম্পাদক- জাতীয় জব মেনেজমেন্ট সেল ২৮) সাংগঠনিক সম্পাদক- জাতীয় প্রশিক্ষণ সেল ২৯) সাংগঠনিক সম্পাদক- জাতীয় প্রচার প্রকাশনা সেল ৩০) সাংগঠনিক সম্পাদক- জাতীয় মিডিয়া সেল ৩১) সাংগঠনিক সম্পাদক- জাতীয় স্টুডেন্টস' অ্যাফেয়ার্স সেল ৩২) সাংগঠনিক সম্পাদক-ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স সেল ৩৩) সাংগঠনিক সম্পাদক- জাতীয় মনিটরিং সেল ৩৪) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক-ঢাকা জোন ৩৫) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- সাভার, আশুলিয়া, মানিকগঞ্জ ও ধামরাই শিল্প জোন ৩৬) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- গাজীপুর, টাঙ্গাইল, নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ শিল্প জোন ৩৭) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ শিল্প জোন ৩৮) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক-মেঘনা শিল্প জোন (কুমিল্লা, ফেন, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাদঁপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ৩৯) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক-চট্রগ্রাম জোন ৪০) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক-রাজশাহী জোন ৪১) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক-খুলনা জোন ৪২) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক-বরিশাল জোন

			৪৩) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক-সিলেট জোন ৪৪) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক-রংপুর জোন ৪৫) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক-ময়মনসিংহ জোন ৪৬) সহ সাংগঠনিক সম্পাদক-পদ্মা জোন (ফরিদপুর, শরীয়তপুর, মাদারিপুর, রাজবাড়ী ও গোপালগঞ্জ) ৪৭) আইন বিষয়ক সম্পাদক ৪৮) সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক ৪৯) মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ৫০) সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ৫১) বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ৫২) সহ বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ৫৩) শিক্ষা, গবেষনা ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক ৫৪) সহ শিক্ষা,গবেষনা ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক ৫৫) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ৫৬) সহ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ৫৭) সমাজসেবা, ত্রান ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক ৫৮) সহ সমাজসেবা, ত্রান ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক ৫৯) যুব, ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ৬০) সহ যুব, ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ৬১) উদ্যোক্তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক ৬২) সহ উদ্যোক্তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক ৬৩) সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ণ বিষয়ক সম্পাদক ৬৪) সহ সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ণ বিষয়ক সম্পাদক ৬৫) সেন্ট্রাল কার্যনিবার্হী সদস্য ৬৬) সেন্ট্রাল কার্যনিবার্হী সদস্য ৬৭) সেন্ট্রাল কার্যনিবার্হী সদস্য ৬৮) সেন্ট্রাল কার্যনিবার্হী সদস্য ৬৯) সেন্ট্রাল কার্যনিবার্হী সদস্য ৭০) সেন্ট্রাল কার্যনিবার্হী সদস্য ৭১) সেন্ট্রাল কার্যনিবার্হী সদস্য

অনুচ্ছেদ নম্বর-৭ (সাত)

ধারা-১৩	কাঠামো	ঃ	১৩.১ **প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল :** ১৩.১.১ সংগঠনের কোনো ক্রান্তিকাল মুহূর্তে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের নেতৃত্বে সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য ও বিআইইএ'র অন্যান্য সম্মানিত সদস্যদের সমন্বয়ে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল থাকবে। কাউন্সিলের মেয়াদ ২ (দুই) বছর হবে। ১৩.১.২ উক্ত প্রেসিডিয়াম কাউন্সিলের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অমীমাংসিত বিষয় সমূহ নিষ্পন্ন করা হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-৮ (আট)

ধারা-১৪	কাঠামো	ঃ	১৪.১ **উপদেষ্টা পরিষদঃ** ১৪.১.১ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে সেন্ট্রাল কমিটির বিশেষ সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। উপদেষ্টাগণ সেন্ট্রাল কমিটিকে প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করবেন। ১৪.১.২ ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। সর্বাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হবেন। উপদেষ্টাগণ অবশ্যই সাধারণ সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন। ১৪.১.৩ জন প্রতিনিধিগণ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য থাকতে পারবেন। ১৪.২ **চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা পরিষদঃ** ১৪.২.১ চেয়ারম্যান মহোদয়ের ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। ১৪.২.২ চেয়ারম্যানকে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরামর্শ প্রদান করবেন। ১৪.২.৩ বিআইইএ'র সদস্য ও সর্বাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তিগণই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হবেন।

			১৪.২.৪ উপদেষ্টাগণ অবশ্যই সাধারণ সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন। উপদেষ্টাগণ সেন্ট্রাল কমিটি সহ ও অন্যান্য সকল ধরনের সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-৯ (নয়)

ধারা-১৫	**আহ্বায়ক কমিটি**	ঃ	১৫.১ **আহ্বায়ক কমিটি:** ১৫.১.১ সেল, জোন, জেলা এবং উপজেলা কমিটিতে কোন পূর্ণাঙ্গ কমটি না থাকলে সেক্ষেত্রে উক্ত সেল, জোন, জেলা এবং উপজেলা কমিটি গুলোতে ১১ জন সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি দ্বারা পরিচালনা হবে। উক্ত আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদনের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ মাস পর্যন্ত বলবত থাকবে। তবে ৩ মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে হবে।
ধারা-১৬	**আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন**	ঃ	১৬.১ **আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন:** ১৬.১.১ সেল, জোন, জেলা এবং উপজেলার আহ্বায়ক কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত জোন সমন্বয়ক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে। ১৬.১.২ পরবর্তীতে সেন্ট্রাল কমিটির মহাসচিবের স্বাক্ষর সাপেক্ষে দপ্তর কর্তৃক প্রচার ও প্রকাশনা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১০ (দশ)

ধারা-১৭	**সসদ্য হওয়ার যোগ্যতা**	ঃ	১৭.১ নিম্নলিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি এই সংগঠনের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করতে পারেন। ১৭.১.১ যে কোন বিষয় নূন্যতম ডিপ্লোম ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এ পাস হতে হবে। ১৭.১.২ বয়সসীমা আষ্টাদশ উর্দ্ধে হতে হবে। ১৭.১.৩ বাংলাদেশের স্থায়ী অধিবাসী হতে হবে। রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কার্যক্রমে লিপ্ত থাকতে পারবেন না। ১৭.১.৪ সৎ চরিত্র ও সুস্থ্য মস্তিষ্ক সম্পন্ন মনের হতে হবে। ১৭.১.৫ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সহমত পোষন করতে হবে। ১৭.১.৬ উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে। ১৭.১.৭ পজেটিভ মননশীল হতে হবে।

ধারা-১৮	**সদস্যের ধরন**	ঃ	১৭.১.৮ প্রতিষ্ঠানের ৫ ধরনের সদস্য থাকবে। ১৭.১.৯ সাধারণ সদস্য: দেশের প্রকৌশলী গণ এককালীন ২০০/- (দুই শত) টাকা প্রদান সাপেক্ষে ফরম পূরণের মাধ্যমে সাধারণ সদস্য হতে পারবেন। ১৭.১.১০ **আজীবন সদস্য:** এককালীন ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদান সাপেক্ষে ফরম পূরণের মাধ্যমে দেশের প্রকৌশলী গণ আজীবন সদস্য হতে পারবে। ১৭.১.১১ **দাতা সদস্য:** প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ প্রতিষ্ঠানের দাতা সদস্য হতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানের তাদের দাতা হিসাবে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করবেন। তবে সেন্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ১৭.১.১২ **পৃষ্টপোষক ঃ** এলাকার শিক্ষিত ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানীগুনী ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী অথবা স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত সংগঠনমনা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হতে যে কোন ব্যক্তি অত্র সংস্থার সর্বাত্বকভাবে সহযোগীতা এবং সংস্থার কল্যাণার্থে হিতপোদেশ প্রদান করতে আগ্রহী, সেন্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ ধরনের ব্যক্তি হবেন অত্র সংগঠনের পৃষ্টপোষক। ১৭.১.১৩ **প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ঃ** যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদ্বয় হবেন অত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৭.১.১৪ সদস্য ফরম পূরণ ও ফি গৃহীত হবার পর যাচাই বাছাই অন্তে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি, জেলা কমিটি, সেল এবং জোন সমন্বয়কের অনুমোদন ক্রমে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সদস্য পদ লাভ করতে করবেন।
ধারা-১৯	**সদস্যপদ বাতিল, স্থগিত ও বহিষ্কারাদেশ**	ঃ	**১৯.১ সদস্যপদ বাতিল, স্থগিত ও বহিষ্কারাদেশ এর কারন সমূহ:** ১৯.১.১ প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কর্মকান্ডে লিপ্ত হলে। প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করলে, কোন সদস্যের কার্যকলাপ প্রতিষ্ঠানের মূলনীতির পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হলে। সংগঠনের কোন সদস্য অন্য কোন সদস্যকে উদ্দেশ্য করে অনৈতিক বা অযৌক্তিক কিছু লিখলে বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরন করলে এবং শপথ ভঙ্গ করলে তার পদ বাতিল হবে।

			১৯.১.২ সেন্ট্রাল কমিটির দপ্তর কর্তৃক তিনটি কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবেন। কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের পর সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে সাময়িক বা আজীবন সদস্যপদ বাতিল হবে। ১৯.১.৩ যদি কোন সদস্য সেচ্ছায় সঠিক ও উপযুক্ত কারণ দর্শানোপূর্বক লিখিত আকারে পদত্যাগ করেন। ১৯.১.৪ মানসিক ভারসাম্য হারালে। ১৯.১.৫ সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কোন কার্যকালাপে লিপ্ত হলে। ১৯.১.৬ মৃত্যু হলে বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে অথবা আদালত কর্তৃক দেশের অপরাধমূলক কাজে সাজা প্রাপ্ত হলে। ১৯.১.৭ এই ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল কমিটি এবং প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হইবে।
ধারা-২০	**সদস্যপদ প্রত্যাহার ও পদত্যাগের নিয়মাবলী**	**ঃ**	২০.১ **সদস্যপদ প্রত্যাহার ও পদত্যাগের নিয়মাবলী:** ২০.১.১ সদস্যপদ প্রত্যাহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলার সভাপতির বরাবরে আবেদন করতে হবে। ২০.১.২ সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলার সভাপতি সদস্যপদ প্রত্যাহার বা পদত্যাগ করতে চাইলে জোন সমন্বয়ক বরাবর আবেদন করতে হবে। ২০.১.৩ আহ্বায়ক কমিটি এবং উপ-কমিটির কোন সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে সেন্ট্রাল কমিটির মহাসচিব বরাবর আবেদন করতে হবে। ২০.১.৪ বিভাগীয় জোন সমন্বয়ক এবং সেন্ট্রাল কমিটির কোন সদস্যপদ প্রত্যাহার বা পদত্যাগ করতে চাইলে সেন্ট্রাল কমিটির মহাসচিব বরাবর আবেদন করতে হবে। ২০.১.৫ আবেদনের প্রেক্ষিতে যাচাই বাচাই অন্তে কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস পরে প্রত্যাহারের অনুমতি সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী সদস্যপদ প্রত্যাহার করা যাবে। ২০.১.৬ এই ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হইবে।
ধারা-২১	**বাতিল সদস্য**	**ঃ**	**২১.১ বাতিল সদস্য পূর্ণবহাল পদ্ধতি:** ২১.১.১ বাতিল সদস্য তার কৃত অপরাধের জন্য সন্তোষজনক কৈফিয়ত প্রদান করলে তার সদস্যপদ পূর্ণবহাল করা যাবে।

	পূর্ণবহাল পদ্ধতি		২১.১.২ বাতিল সদস্য তার অপরাধ লিখিত আকারে স্বীকার করলে তার সদস্য পদ পূর্ণবহাল করা যেতে পারে। ২১.১.৩ অভিযুক্ত সদস্য নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার কৈফিয়ত দাখিল করিলে তাহা বিবেচনা করিবেন এবং তিনি যদি ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করিবেন। ২১.১.৪ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো প্রকার কৈফিয়ত দাখিল না করিলে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যে-কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ২১.১.৫ সেন্ট্রাল কমিটির সভায় বা চেয়ারম্যান ও মহাসচিব প্রয়োজনে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করতে পারেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সেন্ট্রাল কমিটি তদন্ত কমিটির আদেশের পক্ষে যুক্তি ও প্রমান উল্লেখ করিয়া সদস্য পূর্ণবহাল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন অথবা প্রয়োজন মনে করিলে পুনঃতদন্তের আদেশ দিবেন। ২১.১.৬ এই ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১১ (এগারো)

ধারা-২২	পুনর্বিবেচনা	ঃ	**২২.১ পুনর্বিবেচনা:** ২২.১.১ এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারার দ্বারা কোন সদস্য সংক্ষুব্দ হইলে তিনি ধারাটি পুনর্বিবেচনার জন্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও মহাসচিব এর নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। ২২.১.২ আবেদনকারী যেই ধারার দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইয়াছেন, উক্ত ধারা জ্ঞাত হইবার তারিখের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল না করিলে কোনো আবেদনপত্র পুনর্বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হইবে না। ২২.১.৩ তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও মহাসচিব এর নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারী কর্তৃক যথাসময়ে আবেদন দাখিল করিতে না পারিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে উপরোল্লিখিত সময়সীমা শেষ হইবার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পুনর্বিবেচনার আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

			২২.১.৪ প্রত্যেক সদস্য পুনর্বিবেচনার আবেদন নিজ নামে ও পৃথকভাবে দাখিল করিবেন। ২২.১.৫ পুনর্বিবেচনার জন্য প্রত্যেকটি আবেদন যেই জেলা, উপজেলা, সেল ও জোন সমন্বয়ক এর মাধ্যমে সেন্ট্রাল দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে। ২২.১.৬ পুনর্বিবেচনার আবেদনের উপর সেন্ট্রাল কমিটির যেইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানে উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকবেন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১২ (বারো)

ধারা-২৩	**দায়িত্ব ও কর্তব্য**	ঃ	**২৩.১ দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ** ২৩.১.১ উপ-কমিটি, আহ্বায়ক কমিটি, উপজেলা, জেলা, সেল, জোন সমন্বয়ক, সেন্ট্রাল কমিটি, প্রেসেডিয়াম কাউন্সিল এবং উপদেষ্টা পরিষদ এর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ **২৩.১.১.১ সভাপতি :** ১) সভাপতি কমিটির প্রধান হিসাবে গণ্য হবেন। তিনি সভা সমূহের সভাপতিত্ব এবং কার্য পরিচালনা করবেন। সভায় আলোচ্য বিষয়বস্তু সারাংশ ও গৃহীত প্রস্তাবাবলীতে তিনি স্বাক্ষর দান করবেন। সভায় কোন প্রস্তাবে মতনৈক্য দেখা দিলে তিনি কমিটির সদস্যদের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে তা মীমাংসা করবেন। ২) সভাপতি কমিটির সকল প্রকার সভায় সভাপতিত্ব করবেন। ৩) সকল প্রকার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করিবেন। সংগঠনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবেন। ৪) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান সংখ্যক ভোট হলে তিনি কাষ্টিং ভোট দিতে পারিবেন। ৫) গঠনতন্ত্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রদান হিসাবে সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন।

			৬) কমিটির কার্যালয়, কাগজপত্র, হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করিতে পারিবেন। ৭) প্রয়োজনে জরুরী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। সকল প্রকার সভা আহ্বানের জন্য সাধারণ সম্পাদকে অনুরোধ করতে পারবেন। ২৩.১.১.২ **সহ-সভাপতি:** ১) সভাপতির সকল কাজে সহায়তা করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে অথবা সভাপতি পদত্যাগ করিলে কিংবা কোন কারণে সভাপতির পদ শূন্য হইলে অন্তরবর্তীকালীন সময়ের জন্য সহ-সভাপতি সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। সংস্থার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা উপস্থাপন ও তাহা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করিবেন। সংশ্লিষ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে সকল সভায় উপস্থিত থাকিবেন। ২৩.১.১.৩ **সাধারণ সম্পাদক:** ১) সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক সভাপতির নির্দেশক্রমে সকল কার্যকলাপ পরিচালনা করিবেন। সভাপতির নির্দেশে সকল সভা আহবান করিবেন। কমিটির বিভিন্ন সভা সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন ও তাহা বাস্তবায়নের করবেন। সদস্যদের মাঝে কেউ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা করিলে কমিটির সিদ্ধান্ত ক্রমে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন। সংগঠনের প্রত্যেক সভার নথিপত্র ও অন্যান্য দলিলাদি সংরক্ষণের জন্য দপ্তর সম্পাদককে নির্দেশ দিবেন। ২৩.১.১.৪ **যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক:** ১) সাধারণ সম্পাদকের সকল কাজে সহায়তা করিবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন। সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগ করিলে বা যে কোন কারণে পদটি শূন্য হইলে

সহ-সাধারণ সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

২৩.১.১.৫ **অর্থ সম্পাদক:**

১) তিনি সংস্থার যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশসহ, হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবেন।

২) সংস্থার বার্ষিক/ দ্বিবার্ষিক কার্যকাল শেষ হওয়ার পর সংস্থার অর্থেও আয়-ব্যায়ের হিসাব-নিকাশ নামা প্রস্তুত করিয়া কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা ভিত্তিতে সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন। পরবর্তী এক বৎসরের জন্য পরিকল্পিত হিসাব বা বাজেট পরিচালনা পর্ষদের কাছে পেশ করিবেন।

৩) সংস্থার অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন।

৪) সকল প্রকার চাঁদা আদায় করবেন সংগঠন কর্তৃক ধার্যকৃত চাঁদা ও অনুদান আদায় করিবেন ও সংগৃহীত যাবতীয় অর্থের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন। তিনি সংগৃহীত অর্থ অবিলম্বে সংগঠনের সেন্ট্রাল ব্যাংক একাউন্টে জমা দিবেন।

২৩.১.১.৬ **সহ-অর্থ সম্পাদক :**

১) অর্থ সম্পাদকের সকল কাজে সহায়তা করিবেন। অর্থ সম্পাদকের অনুপস্থিতে ভারপ্রাপ্ত অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন। অর্থ সম্পাদক পদত্যাগ করিলে, বা যে কোন কারণে পদটি শূন্য হইলে সহ-অর্থ সম্পাদক, অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

২৩.১.১.৭ **সাংগঠনিক সম্পাদক :**

১) তিনি প্রতিষ্ঠানের সব রকম সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করিবেন। সংগঠনের সকল কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট সকলকে সংগঠিত করবেন। সংগঠনের উন্নতি কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণে জনমত তৈরী করিবেন। সংস্থার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংস্থাটিকে একটি প্রতিষ্ঠিত, স্থিতিশীল ও মর্যাদাবান প্রতিষ্ঠান

			হিসাবে দাঁড় করানোর জন্য সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। সংস্থার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা উপাস্থাপন ও তাহা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করিবেন। ২৩.১.১.৮ **সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক :** ১) তিনি সাংগঠনিক সম্পাদকের সকল কাজে সহায়তা করিবেন। তিনি সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদত্যাগ করিলে, বা যে কোন কারণে পদটি শূন্য হইলে সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সব রকম সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করিবেন। সংগঠনের সকল কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট সকলকে সংগঠিত করবেন। সদস্য ভর্তির আবেদনপত্র বিতরণ, সনাক্ত এবং সুপারিশ করবেন। সংগঠনের উন্নতি কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণে জনমত তৈরী করিবেন। সংস্থার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংস্থাটিকে একটি প্রতিষ্ঠিত, স্থিতিশীল ও মর্যাদাবান প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড় করানোর জন্য সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। সংস্থার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা উপাস্থাপন ও তাহা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করিবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে সকল সভায় উপস্থিত থাকিবেন। ২৩.১.১.৯ **দপ্তর সম্পাদক :** ১) সমস্ত অফিসিয়াল কাগজ পত্র , নথিপত্র, বই, প্রকাশনা, পেপার কাটিং, ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবেন এবং অফিসের আসবাবপত্র ও সংগঠনের যাবতীয় জিনিসপত্রের হিসাব রাখবেন। সকল প্রকার সভার বিজ্ঞপ্তি সদস্য/ সদস্যাদেরকে অবহিত করবেন। ২৩.১.১.১০ **প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক :** ১) সংগঠনের কার্যাবলী ও আদর্শ উদ্দেশ্য প্রচারের দায়িত্ব পালন করবেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব

পালন করবেন। প্রকাশনার প্রয়োজনে সমুদয় দায়িত্ব পালন করবেন।

২) সর্বদায় প্রচার জনসংযোগ ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ সম্পাদককে সহযোগীতা এবং তার অনুপস্থিতিতে পুরোপুরি দায়িত্ব পালনসহ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হইলে তাহা সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে পালন করা।

২৩.১.১.১১ **শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক :**

১) গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা দানসহ শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন কাজের ভূমিকা পালন করবেন। বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে অত্র এলাকার এবং সদস্যগণের পরিবার-পরিজনের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ধর্মীয় বিভিন্ন দিবস সঠিকভাবে আয়োজন ও পালনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৩.১.১.১২ **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক:**

১) সমাজের নানা অসঙ্গতি সংগঠনের সভায় তুলে ধরবেন। অত্র এলাকার গরীব মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণ, অসহায় মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসাদানে সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করবেন। বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনী আয়োজন করবেন।

২৩.১.১.১৩ **ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক :**

১) কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে অত্র সংস্থা হইতে সাধ্যমতো প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন এবং সংস্থার তহবিল অনুযায়ী অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা নিবেন। সংস্থার উদ্দেশ্য ও আদর্শ পূরণে এ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া তাহা কার্যনির্বাহী পরিষদে উপস্থাপন করিবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদে গৃহীত প্রকল্প, কর্মসূচী ইত্যাদি বাস্তবায়ন তাহার পদেও দায়িত্ব ও ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করিবেন।

২৩.১.১.১৪ **যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক :**

১) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের দায়িত্ব পালন করা। সদস্যদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক

			শিখানোর ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন ঐতিহাসিক দিবস উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া। **২৩.১.১.১৫ মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা :** ১) মহিলা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৎপর থাকিবেন। দুস্থ, নিরক্ষর, অসহায়, নির্যাতিত মহিলাদের সংগঠিত করবেন এবং তাদের সম্পর্কে সংগঠনে অবহিত করবেন। কমিটি কর্তৃক মহিলা বিষয়ক গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। **২৩.১.১.১৬ আইন বিষয়ক সম্পাদক :** ১) সংগঠনের আইনগত বিষয় যাবতীয় কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করবেন। সংগঠনের সদস্যগণ গঠনতন্ত্র মেনে চলছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সংগঠনের কোন আইন সংক্রান্ত নোটিশ পেলে তা সভাপতিকে অবহিত করবেন। **২৩.১.১.১৭ নির্বাহী সদস্য :** ১) সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। ২) সকল কাজে সম্পাদক মন্ডলীকে সহায়তা করবেন। ৩) সংগঠনের অভ্যন্তরীণ গোপনীয়তা সংরক্ষণ করবেন। ৪) চলাফেরা ও কথাবার্তা শালীন হতে হবে যেন আপনার তথা সংগঠনের প্রতি বিরূপ ধারণা তৈরী না হয়। ৫) সংগঠনের উন্নতিকল্পে মনোযোগী হবেন। **২৩.১.১.১৮ প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান:** ১) সেন্ট্রাল কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন ও সভার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন। ২) সেন্ট্রাল কমিটির কোন সভা মূলতবি রাখতে পারবেন। তবে এক সপ্তাহের মধ্যে পুনঃরায় সভা আহবান করবেন। ৩) প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিষদের তদারকি করবেন এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে সাহায্য করবেন। ৪) বিরোধীয় বিষয় সু-বিবেচনা করা।

			৫) প্রশাসনিক, আর্থিক ও দাপ্তরিক ক্ষেত্রে প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। ২৩.১.১.১৯ **ভাইস চেয়ারম্যান:** ১) চেয়ারম্যান এর অনুপস্থিতিতে সভার সভাপতিত্ব করবেন এবং চেয়ারম্যানের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন। ২৩.১.১.২০ **মহাসচিব:** ১) মহাসচিব পদাধিকার বলে নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন। ২) প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সমস্ত ভার নির্বাহী পরিচালকের উপর ন্যাস্ত থাকবে তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। ৩) যাবতীয় সভা আহবান করবেন তবে জরুরী সভা আহবান করার পূর্বে চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করবেন। ৪) তিনি সংগঠনের বার্ষিক ও ষান্মাসিক কার্য্যাবলীর অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরী করবেন এবং বিবেচনা অনুমোদনের জন্য সাধারণ ও পরিচালনা পর্ষদের সভায় পেশ করবেন। ৫) প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিকাশ ও খরচ পত্রাদি নিয়ন্ত্রণ করবেন। ৬) বাৎসরিক বাজেট পেশ ও অনুমোদন করিয়ে নিবেন। ৭) সংস্থার পক্ষে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সহ যে কোন দাতা সংস্থা/সরকারী/বেসরকারী/আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর ও আর্থিক লেনদেনের ক্ষমতা মহসচিবের উপর অর্পিত থাকবে। ২৩.১.১.২১ **যুগ্ম মহাসচিব:** ১) মহাসচিবের এর অনুপস্থিতিতে নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবেন এবং মহাসচিবের অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করবেন। ২) মহাসচিবের সংগঠন সংশ্লিষ্ট সকল কাজে সহযোগীতা প্রদান করবেন।

৩) ১৩টি জোন ও ৮টি সেল কে ভাগ করে মহাসচিবের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

২৩.১.১.২২ **ট্রেজারার:**

১) তিনি প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্বের প্রধান হিসাবে কাজ করবেন। চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের পরামর্শে বিআইইএ'র একটি ফিনান্স ম্যানুয়াল তৈরী করবেন। চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় রির্পোট প্রস্তুত সাপেক্ষে পেশ করবেন।

২) প্রতিষ্ঠানের মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈরী করে চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের অনুমোদন সাপেক্ষে সেন্ট্রাল কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। বছর শেষে সকল ধরনের হিসাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিরীক্ষা করিয়ে নিবেন।

২৩.১.১.২৩ **দপ্তর সম্পাদক, সেন্ট্রাল কমিটি:**

১) সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের নির্দেশনা অনুযায়ী সংগঠনের দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২) সংগঠনের দাপ্তরিক সকল কাগজ পত্রাদি সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করা।

২৩.১.১.২৪ **সেন্ট্রাল কার্যনিবার্হী সদস্য, সেন্ট্রাল কমিটি:**

১) প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবেন।

২) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেয় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করবেন।

২৩.১.১.২৫ **প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল এর দায়িত্ব ও কর্তব্য:**

১) সংগঠনের ক্রান্তিকাল মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগীতা প্রদান করবেন।

২) সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ অমীমাংসিত বিষয় সমূহ নিষ্পন্ন করবেন।

			২৩.১.১.২৬ **চেয়ারম্যানের উপদেষ্টাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:** ১) প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গঠনমূলক উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান। ২) চেয়ারম্যানের উপদেষ্টাগণ সংগঠনের সকল প্রকার কাজে সহযোগীতা প্রদান করবেন। ২৩.১.১.২৭ **উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:** ১) প্রতিষ্ঠানের সেন্ট্রাল কমিটিকে গঠনমূলক উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান। ২) উদ্ভুত কোন পরিস্থিতিতে সেন্ট্রাল কমিটিকে অনুরোধক্রমে সমস্যা সমাধানের সুপারিশ প্রদান করা। ৩) গঠন ও উন্নয়নমূলক যে কোন কাজে সর্বাধিক সহায়তা প্রদান করা। ৪) বার্ষিক সম্মেলনে প্রয়োজনবোধে সামগ্রিক কার্যাবলীর উপর একটি পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন পেশ করাতে সহযোগিতা করা।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৩ (তেরো)

ধারা-২৪	**আয়ের উৎস**	**ঃ**	**২৪.১ সংগঠনের তহবিল নিম্ন লিখিত উপায়ে গঠিত হবে ঃ** ২৪.১.১ সাধারণ সদস্য ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা ও দান। ২৪.১.২ আজীবন ও পৃষ্ঠপোষক সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা হতে। ২৪.১.৩ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি থেকে প্রাপ্ত দান/ অনুদান। ২৪.১.৪ দাতা সংস্থা, সরকার ও সরকারী সংস্থা, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশন, ফার্ম, সংস্থা, কর্পোরেশন, সমিতি, সংস্থা, এবং বাংলাদেশ বা বিদেশে ব্যাংকগুলি, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি, সহ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অনুদান, অবদান, লোন এবং ব্যাংক গ্যারান্টি, সংস্থা এবং অন্যান্য উৎস। ২৪.১.৫ সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সাহায্য বা মঞ্জুরী। ২৪.১.৬ সংস্থার বিভিন্ন আয় মূলক প্রকল্প হইতে প্রাপ্ত অর্থ। ২৪.১.৭ সমাজ সেবা বা আর্ন্তজাতিক সংস্থার দান এবং অনুদান।

			২৪.১.৮ সংস্থার চালুকৃত বিভিন্ন প্রকল্প হতে আয়। ২৪.১.৯ সংস্থার স্বার্থে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান ও ফার্ম থেকে সহজ শর্তে ঋণ / অনুদান গ্রহন করা যাবে। ২৪.১.১০ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)/দাতা সংস্থা/ সরকারী- বেসরকারী/ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ অনুদান। ২৪.১.১১ সংস্থা কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত বা অন্যের সাথে একত্রিত হয়ে রাজস্ব-উৎপাদন কার্যক্রম থেকে বিনিয়োগে থেকে আয়; সঞ্চয়, ক্রেডিট এবং অন্যান্য ব্যাংকিং এবং আর্থিক ক্রিয়াকলাপ থেকে প্রাপ্ত আয় থেকে; এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্তি এবং প্রাপ্তিগুলি থেকে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৪ (চৌদ্দ)

ধারা-২৫	হিসাব নিকাশা ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট	ঃ	২৫.১ **হিসাব নিকাশ ও ব্যাংক একাউন্টস:** ২৫.১.১ সংগঠনের সমূদয় অর্থ সরকার অনুমোদিত যে কোন ব্যাংকে বিআইইএ'র চেয়ারম্যান, সেন্ট্রাল কমিটির মহাসচিব এবং ট্রেজারার এই তিন জন সদস্যের সমন্বয়ে ব্যাংকে হিসাব খোলা যাবে। উক্ত ব্যাংক হিসাব থেকে অবশ্যই ৩ (তিন) জনের স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করতে হবে। উক্ত একাউন্টে টাকা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, মহাসচিব ও ট্রেজারার ছাড়াও যে কোন সদস্যের স্বাক্ষরে জমা করা যাবে। ২৫.১.২ সংস্থার আর্থিক বছরটি সাধারণত জানুয়ারীর প্রথম দিন থেকে শুরু হয় এবং প্রতি বছর ডিসেম্বরের শেষ দিনে শেষ হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য দাতাদের উদ্দেশ্যে, আর্থিক বিবরণী অর্থবছরের ভিত্তিতে (জুলাই-জুন) বা মূল বাহ্যিক সংস্থাগুলির প্রয়োজন হতে পারে এমন অন্য কোনও সময়ে প্রস্তুত করা যেতে পারে। ২৫.১.৩ নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোন নিরীক্ষাকারী দ্বারা প্রতি বৎসর সংস্থার হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। ২৫.১.৪ সীল মোহর ও স্বাক্ষর ছাড়া টাকা উঠানো যাবে না।

			২৫.১.৫ সংস্থার স্বার্থে তথা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সেন্ট্রাল কমিটির অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে হিসাব খোলা যাবে ও লেনদেন করা যাবে। ২৫.১.৬ সংস্থার তহবিল ঢাকা বা যে কোনও স্থানীয় বা বিদেশী তফসিলী ব্যাংকে এবং বাংলাদেশের বা বিদেশে অন্য যে কোনও স্থানে প্রয়োজন অনুসারে এবং সেন্ট্রাল কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হিসাবে রাখা যাবে। ২৫.১.৭ সমস্থ চেক এবং চেকের জন্য স্বাক্ষরকারীদের পদবী নির্ধারণ সহ ব্যাংকে অন্যান্য নির্দেশাবলী অবশ্যই বিআইইএ'র ফিনান্স ম্যানুয়ালে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে লিখিতভাবে থাকতে হবে। ২৫.১.৮ সংস্থাটি নিবন্ধিত অফিসে সঠিক, যুগোপযোগী এবং অ্যাকাউন্টগুলির সম্পূর্ণ বই বজায় রাখবে। ২৫.১.৯ **একাউন্টসগুলি অবশ্যই হবে:** ২৫.১.৯.১ নগদ এবং প্রকারে নগদ ও প্রকারের সমস্ত স্থুল পরিমাণ এবং উপহার যাবতীয় ক্ষেত্রে সংগঠনটি পেয়েছে এবং ব্যায় করেছে। ২৫.১.৯.২ সংস্থার সম্পদ এবং দায়বদ্ধতা। ২৫.১.৯.৩ হিসাবের বই সংস্থার নিবন্ধিত অফিসে রাখতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদানের পরে কোনও অফিসের বোর্ড, দাতা অংশীদার এবং বহিরাগত এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকের দ্বারা যথাযথ অফিস সময় সর্বদা নিরীক্ষণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। ২৫.১.১০ সংস্থার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কিত প্রতিবেদন সহ প্রতিবেদনের পাশাপাশি তাদের সাধারণ সভাগুলিতে সেন্ট্রাল কমিটি বা অন্য সকল কমিটির সামনে বিস্তারিত আয় ও ব্যায় বিবৃতি দেওয়া হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৫ (পনেরো)

ধারা-২৬	খরচের হিসাব	ঃ	২৬.১ **বিআইইএ'র খরচের খাত সমূহ ঃ** ২৬.১.১ সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন ব্যয় অত্র সংস্থার আয় হইতে ব্যয় করা যাবে। ২৬.১.২ সংস্থার উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ণের জন্য সমুদয় অর্থ ব্যয় করা যাবে। ২৬.১.৩ সংস্থার নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি খাতে আয় থেকে ব্যয় করা যাবে। ২৬.১.৪ সংস্থার স্বার্থে যে কোন কাজের জন্য সংস্থার যাবতীয় খরচ আয় থেকে ব্যয় করা যাবে। ২৬.১.৫ জনহিতকর কাজের জন্য ও অফিস পরিচালনার নিমিত্তে ব্যয় করা যাবে। ২৬.১.৬ যে সকল গরীব মেধাবী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না তাদের বিআইইএ'র বৃত্তি প্রকল্প এর মাধ্যমে সহযোগীতা প্রদান করা। ২৬.১.৭ বিআইইএ'র রেজিস্ট্রেশনকৃত সদস্যদেরকে সঠিকভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নগত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। ২৬.১.৮ বিআইইএ'র রেজিস্ট্রেশনকৃত যে সকল সদস্যবৃন্দ আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারনে ব্লাড সংগ্রহ করতে পারছেন না তাদেরকে বিআইইএ'র ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প থেকে ব্লাড সরবরাহ এবং নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। ২৬.১.৯ বিআইইএ'র রেজিস্ট্রেশনকৃত বেকার প্রকৌশলীবৃন্দদেরকে প্রশিক্ষণ সেলের সাহায্যে দক্ষ করার মাধ্যমে চাকুরী প্রদান করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। ২৬.১.১০ বিআইইএ'র রেজিস্ট্রেশনকৃত যে সকল সদস্যদের পরিবার অস্বচ্ছল তাদেরকে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

			২৬.১.১১ বিআইইএ'র রেজিস্ট্রেশনকৃত সকল সদস্যদেরকে নগদ আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে আইন সহায়তা প্রদান করা। ২৬.১.১২ সদ্য পাশকৃত সকল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ট্রেনিং সেলের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে সকল ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। ২৬.১.১৩ বিআইইএ'র স্বাবলম্বী প্রকল্পের অওতায় বাংলাদেশের সকল অস্বচ্ছল পরিবারদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৬ (ষোল)

ধারা-২৭	**নিরীক্ষণ**	**ঃ**	**২৭.১ নিরীক্ষণ:** **২৭.১.১** প্রতিষ্ঠানের একাউন্টসগুলি প্রতি বছর সেন্ট্রাল কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত হওয়ার জন্য সরকার বা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক তালিকাভুক্ত ও সরকার অনুমোদিত নামী চার্টার্ড একাউন্টসের একটি সংস্থা দ্বারা নিরীক্ষণ করতে হবে। তারা বিআইইএ'র সংবিধান, ফিনান্স ম্যানুয়াল, বার্ষিক বা বহু-বছরের বাজেটের এবং সম্মতি নির্ধারণের জন্য ব্যায়, ক্রয়, সরবরাহ স্টক এবং সম্পদ ও দায়বদ্ধতা ইত্যাদির প্রতিবেদন এবং অ্যাকাউন্ট, স্টোর, ইনভেন্টরি এবং অন্যান্য সমস্ত আর্থিক সম্পর্কিত রেকর্ড পরীক্ষা করবে / বা সংস্থা দ্বারা প্রাসঙ্গিক কোনও চুক্তি। নিরীক্ষকগণ পর্যাপ্ত নোটিশ সহ প্রতিষ্ঠানের একাউন্টের বইতে সর্বদা অ্যাক্সেসের অধিকার রাখবেন এবং সেন্ট্রাল কমিটির সকল সদস্য এবং প্রতিষ্ঠানের অন্য কোনও কমিটির সদস্যের কাছ থেকে যথাযথভাবে অনুসন্ধানের অধিকারী হবেন তাদের রিপোর্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে। **২৭.১.২** বিআইইএ'র সেন্ট্রাল একাউন্ট এবং সকল কমিটির আর্থিক লেনদেন প্রতি মাসে, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক রির্পোটি প্রদান করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৭ (সতেরো)

ধারা-২৮	বিআইইএ'র কাঠামো গঠন প্রক্রিয়া	ঃ	২৮.১ **বিআইইএ'র কাঠামো গঠন প্রক্রিয়াঃ** ২৮.১.১ **আহ্বায়ক কমিটি:** ২৮.১.১.১ উপজেলা ও জেলার আহ্বায়ক কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলার সদস্যদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে বিভাগীয় জোন সমন্বয়ক কর্তৃক গঠন ও সাংগঠনিক সম্পাদক দ্বাড়া সুপারিশ হতে হবে। পরবর্তীতে সেন্ট্রাল কমিটির মহাসচিব কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ হবে। ২৮.১.২ **উপজেলা ও জেলা কমিটি:** ২৮.১.৩ উপজেলা ও জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি উপজেলা ও জেলার সদস্যদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে বিভাগীয় জোন সমন্বয়ক কর্তৃক গঠন ও সাংগঠনিক সম্পাদক দ্বাড়া সুপারিশ হতে হবে। পরবর্তীতে সেন্ট্রাল কমিটির মহাসচিব কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ হবে। ২৮.১.৪ **সেল:** ২৮.১.৪.১ প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল, সেন্ট্রাল কমিটির সভায় আলোচনার মাধ্যমে সাংগঠনিক দক্ষতার ভিত্তিতে সেল গঠন হবে। পরবর্তীতে সেন্ট্রাল কমিটির মহাসচিব কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ হবে। ২৮.১.৫ **জোন:** ২৮.১.৫.১ প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল, সেন্ট্রাল কমিটির সভায় আলোচনার মাধ্যমে সাংগঠনিক দক্ষতা ও সকলের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে জোন সমন্বয়ক গঠন হবে। পরবর্তীতে সেন্ট্রাল কমিটির মহাসচিব কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ হবে। ২৮.১.৬ **সেন্ট্রাল কমিটি:** ২৮.১.৬.১ বিআইইএ'র সারা দেশের সকল সাংগঠনিক যোগ্যতা সম্পন্ন সংগঠক, সেল সদস্য এবং জোন

			সমন্বয়কদেরকে নিয়ে সেন্ট্রাল কমিটি গঠন করা হবে। ২৮.১.৭ **প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল:** ২৮.১.৭.১ প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও মহাসচিব, সেন্ট্রাল কমিটির সকল সদস্যদের অংশগ্রহণমূলক মতামতের সাপেক্ষে সাংগঠনিক কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল গঠন করা হবে। ২৮.২.৭ **কমিটির শূন্য পদ পূরনঃ** বিআইইএ'র সকল কমিটি গঠন প্রক্রিয়ার পর কোন কমিটির কোন পদ কোন কারণে শূন্য হলে সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান ও মহাসচিব সংশ্লিষ্ট কমিটির মেয়াদকালের অবশিষ্ট সময়ের জন্য শূন্য পদে লোক মনোনীত করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৮ (আঠারো)

ধারা-২৯	**বার্ষিক সাধারণ সভা**	ঃ	২৯.১ **নিম্ন বর্ণিত কাজের জন্য প্রতি বৎসর অন্তত ঃ** ২৯.১.১ ১ টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ২৯.১.২ সেন্ট্রাল কমিটির আনিত বার্ষিক বাজেট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন। ২৯.১.৩ বিআইইএ'র সকল কাঠামো কর্তৃক অন্যান্য বিষয়াদি সমাধান করণ।
ধারা-৩০	**নির্বাহী পরিষদের অধিবেশন**	ঃ	৩০.১ নির্বাহী পরিষদ সাত দিনের নোটিশে মাসে অন্ততঃ এক বার সভার ব্যবস্থা করবেন এবং ১/৩ অংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হবে।
ধারা-৩১	**জরুরী সভার বিজ্ঞপ্তি**	ঃ	৩১.১ জরুরী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সাত দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে। সাধারণ সদস্যদের ১/৩ অংশ উপস্থিতিতে কোরাম চলবে।
ধারা-৩২	**বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ও কোরাম**	ঃ	৩২.১ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ১৫ দিন পূর্বে জারি করতে হবে এবং এর অনুলিপি সংগঠনের নোটিশ বোর্ডে ঝুলানো থাকবে। ৩২.২ সাধারণ সদস্যদের ১/৫ অংশ উপস্থিত কোরাম চলবে।

ধারা-৩৩	নির্বাহী পরিষদের সভা ও বিজ্ঞপ্তি এবং কোরাম	ঃ	৩৩.১	কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর নির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং ১/৩ অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম চলবে।
ধারা-৩৪	মূলতবি সভা	ঃ	৩৪.১	যদি বিশেষ কোন কারনে সভা মুলতবি হয়ে যায় তবে মুলতবির তারিখ হতে নির্বাহী পরিষদের বেলায় সাত দিনের মধ্যে পূনঃরায় সভার আহবান করতে হবে। এই প্রকার সভায় কোন কোরাম প্রয়োজন নাই।
ধারা-৩৫	সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সাথে অধিবেশন	ঃ	৩৫.১	যদি সাধারণ পরিষদ অথবা নির্বাহী পরিষদের ১/৩ অংশের সদস্য সম্মিলিত ভাবে সদস্য, মহাসচিবের নিকট লিখিত ভাবে সভা আহবান করার আবেদন জানায় এবং ঐ ক্ষেত্রে মহাসচিব সভা আহবান না করেন যে ক্ষেত্রে উপরোক্ত ১/৩ অংশের পক্ষ থেকে যে কোন একজন সদস্য সভা আহবান করতে পারবেন। উপরোক্ত ১/৩ এর ২/৩ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম চলবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৯ (উনিশ)

ধারা-৩৬	ফেইসবুক পেইজ (পাবলিক গ্রুপ)	ঃ	৩৬.১	বিআইইএ'র নামে একটি ফেইসবুক পেইজ (পাবলিক গ্রুপ) আছে যে পেইজের মাধ্যমে বিআইইএ'র সকল সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন, সংবাদ আদান প্রদান এবং সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে পোষ্ট করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে। সেপ্রেক্ষিতে সংগঠনের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে যে কোন বিষয় পোষ্ট করার ক্ষেত্রে সরকারী বিধিনিষেধ পালন করতে হবে। সংগঠনের নামে ফেইসবুক পেইজ পরিচালনার জন্য সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের নেতৃত্বে একটি উপ-কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
			৩৬.২	বিআইইএ'র নামে একটি লাইভ টিভি চ্যানেল রয়েছে। উক্ত ইউটিউব চ্যানেলটি পরিচালনার জন্য সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের নেতৃত্বে একটি উপ-কমিটি এবং জাতীয় মিডিয়া সেলের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
ধারা-৩৭	বিআইইএ'র ওয়েবসাইট	ঃ	৩৭.১	বিআইইএ'র নামে একটি ওয়েবসাইট থাকবে যে ওয়েবসাইট'র মাধ্যমে বিআইইএ'র সকল সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন, সংবাদ আদান প্রদান এবং সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে জানার সুবিধার্থে সকলের জন্য উমোক্ত থাকবে। ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে সকল সদস্যবৃন্দ রেজিষ্ট্রেশন এর মাধ্যমে তার সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন। সেপ্রেক্ষিতে

			সংগঠনের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে যে কোন বিষয় প্রচার ও আপলোড করার ক্ষেত্রে সরকারী বিধিনিষেধ পালন করতে হবে। সংগঠনের নামে ওয়েবসাইট পরিচালনার জন্য সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের নেতৃত্বে একটি উপ-কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-২০ (বিশ)

ধারা-৩৮	গঠনতন্ত্রের সংশোধনী	ঃ	৩৮.১ সুষ্ঠভাবে কার্য পরিচালনার জন্য বা অবস্থার প্রেক্ষিতে গঠনতন্ত্রের কোন অংশে সংশোধনী, পরিবর্তন প্রয়োজন হলে উপস্থিত (কোরাম প্রাপ্ত) সাধারণ সদস্য এর ৩/৪ অংশ সাধারণ সদস্য এর অনুমোদনক্রমে পরিবর্তন করা যাবে। তবে সেই সংশোধিত গঠনতন্ত্র নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের যথা শীঘ্রই জানাতে হবে। গঠনতন্ত্র সংশোধনীর জন্য কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে সাধারণ প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল/সেন্ট্রাল কমিটির সভা ডাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-২১ (একুশ)

ধারা-৩৯	অন্যান্য বিষয় বিজ্ঞপ্তি	ঃ	৩৯.১ অত্র প্রতিষ্ঠানের কোন কারনে বিলুপ্তি হয় তবে সর্ব প্রকার ঋণ দায় পরিশোধ করার পর যদি কোন টাকা পয়সা বা সম্পত্তি উদ্ধৃত্ত থাকে তবে তা অনুরূপ লক্ষ্যে উদ্দেশ্যের কোন রেজিষ্ট্রিকৃত সংগঠনকে অত্র সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্পন করতে পারেন। অবশ্যই তা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে। ৩৯.১.১ **সংস্থার শর্তাবলী বা বিলোপঃ** ৩৭.১.১ বিআইইএ কেবলমাত্র সর্বসম্মত ভোটের পরে বিলুপ্ত হতে পারে, সেন্ট্রাল কমিটি, প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল ও সকল সদস্যের সর্বসম্মত ভোটের দ্বারা। ৩৭.১.২ সংস্থাটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে, দায়বদ্ধতার সন্তুষ্টির পরেও, যদি কোনও সম্পত্তি বা সম্পদ যা কিছু থাকে তবে তা সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হবে না তবে বিআইইএ সদস্যের সর্বসম্মত ভোটের সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি অনুরূপ, সমমনা উন্নয়ন বা দাতব্য সংস্থা হতে পারে।
ধারা-৪০	সুস্পষ্টতা	ঃ	৪০.১ **সুস্পষ্টতাঃ** ৪০.১.১ এই সংবিধানের কোনও অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে বাধ্যতামূলক হবে।

			৪০.১.২ এই সংবিধানের আর্টিকেলগুলির আওতাভুক্ত নয় এমন সমস্ত ক্ষমতা ও কার্যাদি প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বা তার প্রতনিধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সম্মেলন অনুসারে ব্যবহার করা হবে। ৪০.১.৩ বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভবের ক্ষেত্রে, এই নথিতে নির্ধারিত সময়গুলি প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল দ্বারা বাড়ানো যেতে পারে। ৪০.১.৪ প্রশাসনের আচার-আচরণে উদ্ভূত যে কোনও বিরোধ সেন্ট্রাল কমিটি ও প্রেসিডিয়াম কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে এবং উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে প্রয়াজনে চেয়ারপারসন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ বা ভোটদানের অনুশীলন করার মাধ্যমে সমাধান করবেন। ৪০.১.৫ চেয়ারম্যান কর্তৃক পর্যাপ্ত সমালোচনামূলক হিসাবে বিবেচিত যে কোনও অমীমাংসিত বিবাদ তখন বাংলাদেশে প্রচলিত অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মধ্যস্থতার প্রক্রিয়া বা স্বাধীন বিচারের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে। বিতর্ককারী দলগুলিকে এই রেজোলিউশন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে সম্পূর্ণ অবহিত করা হবে এবং আমন্ত্রণ জানানো হবে।
ধারা-৪১	**গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপ-কমিটি**	**ঃ**	**৪১.১ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপ-কমিটি:** ১) প্রকৌশলী আব্দুল্লা আল মামুন-কনভেনার ২) প্রকৌশলী মোঃ আকতারুজ্জামান হিরু- সদস্য সচিব ৩) মোঃ নজরুল ইসলাম সিকদার- সদস্য

প্রকৌশলী মোঃ আকতারুজ্জামান হিরু
মহাসচিব
বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন
(বিআইইএ)

প্রকৌশলী আব্দুল্লা আল মামুন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন
(বিআইইএ)

-সমাপ্ত-